দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 MAY 1987
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ২৪শে বৈশাখ, ১৩৯৪

প্রসঙ্গ ঃ প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষকদের শূন্য পদে নিয়োগের উপর ইতিপূর্বে যে বিধিনিষেধ আরোপিত হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে এক সরকারী তথ্যে জানা গিয়াছে। এই বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হওয়ার ফলে এখন প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ছয় হাজার শিক্ষকের শূন্য পদে নূতন শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হইবে। সরকারের এই পদক্ষেপটিকে আমরা স্বাগত জানাই। তবে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শূন্যপদে নূতন শিক্ষক কেন যে নেওয়া হয় নাই, তাহা এখনো বোধগম্য নয়। কেননা, এই দরিদ্র দেশটির অগ্রগতির অন্তরায় কাটাইয়া উঠার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সাধারণ মানুষের শিক্ষা। অথচ সাধারণ মানুষের শিক্ষা লাভের প্রথম ও প্রধান ক্ষেত্র সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি শিক্ষকের সংখ্যাল্পতাসহ নানা সংকট-সমস্যায় আকীর্ণ।

বাংলাদেশের অনেক সমস্যা। তবে, দেশের প্রধান সমস্যা হইতেছে অর্থের। তবুও আমরা মনে করি, অর্থ কাজে লাগানোর সমস্যা আর্থিক সমস্যা হইতে কিছুমাত্র কম প্রধান বা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পত্রিকার পাতা খুলিলে যে সংবাদ প্রায় প্রতিদিনই দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইতেছে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমস্যা। সরকারী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ছাত্র-ছাত্রীরা বই পায় না। যাহা পায়, তাহাতে তত্ত্ব ও তথ্যের হাজার ভুল। বিদ্যালয়ের ভবন জরাজীর্ণ। আসবাবপত্রের অভাব। কোথাও কোথাও গাছের নীচেও ক্লাস বসে। ইহাছাড়া যে সংবাদ ছাপা হয়, তাহা হইতেছে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণমান খুব নীচু। উপরন্তু তাহারা যথারীতি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করেন এবং স্কুলেও উপস্থিত থাকেন না। এক শ্রেণীর শিক্ষা অফিসার ও শিক্ষক কর্মচারী শিক্ষকদের নিকট হইতে নির্দ্বিধায় উৎকোচ গ্রহণ করেন। আবার এই সংবাদও ছাপা হয় যে, শিক্ষকরা যথাসময়ে বেতন-ভাতা পান না। বলা বাহুল্য, ইহার পাশাপাশি অন্য যে সংবাদ, তাহা হইতেছে বই-পুস্তক সরকার হইতে প্রদত্ত হইলেও এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন দিতে না হইলেও খাতা পেন্সিল ক্রয়ে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা বই-পুস্তকের মূল্য অপেক্ষা বেশী এবং ইহা বহন করা দরিদ্র অভিভাবকদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। বস্তুতঃ এই হইতেছে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা পরিস্থিতি। এই অবস্থায় ছয় হাজার শিক্ষকের শূন্যপদে নতুন নিয়োগ কিছুদিন বন্ধ রাখায় কিছু অর্থ হয়তো সরকারের বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু দেশ কিছুমাত্র উপকৃত হয় নাই। তাছাড়া অর্থাভাবের যে দোহাইই দেওয়া হউক না কেন, বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয়িত হইলে আমাদের বিশ্বাস, প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা এত খারাপ হওয়ার কথা ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য, বাংলাদেশে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৮ হাজার এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬ হাজার। প্রতি বছর ক্লাসে ভর্তি হয় ১ কোটি ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৬ শত জন। কিন্তু বছরান্তে শতকরা ১৪ দশমিক ৭ ভাগ সরিয়া পড়ে। এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে উঠার পূর্বে এই স্কুলত্যাগী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৮০ ভাগ। সুতরাং দেশের প্রাথমিক শিক্ষা বা সাধারণ মানুষের শিক্ষার অবস্থা যে খুবই শোচনীয়, ইহা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বলা অনাবশ্যক যে, দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন প্রত্যাশিত হইলে প্রথমেই প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সকল অন্তরায় দূরীকরণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কিভাবে স্কুলে ধরিয়া রাখা যায়, তাহার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ।

শিক্ষার প্রাথমিক স্তরটির উপর গুরুত্ব আরোপ করা সরকারের অন্য কারণেও উচিত। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে পড়া ছাত্র-ছাত্রীরা কখনোই সরকারী বোঝা নয়। তাহারা দেশের পুঁজি, তাহারা পাস করিয়া চাকরি দাবী করে না। স্কুলে অধীত বিদ্যা, বা জ্ঞান কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র শিল্প যেখানেই তাহারা সম্পৃক্ত হয়, সেখানেই কাজে লাগায়।